ফজলুল কাদের চৌধুরী ঃ
জাতীয় সংসদ ও স্পীকার

হারুন-উর-রশিদ

১৯৬২ সালে শাসনতন্ত্র ঘোষনা করা হয় । নতুন শাসনতন্ত্রের অধীনে নির্বাচন, সেই শাসনতন্ত্র এবং প্রথমবারের মতো সৃষ্ট জাতীয় পরিষদের সদস্য নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্ধ ছিল । স্পীকার হিসেবে মৌলভী তমিজুদ্দিন খান এর পরে ফজলুল কাদের চৌধুরী জাতীয় সংসদের মর্যাদাকে যথেষ্ট পর্য্যায়ে সমুন্নত করেন । তিনি কম-বেশী বিরোধী দলের দিকে ঝুঁকে পড়তেন । কিন্ত এ' মোক্ষম দৃষ্টান্তই উপস্থাপিত থাকতো যে, স্পীকারই একমাত্র রক্ষাকবচ যিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের তীব্র আক্রমন থেকে বিরোধী দলের স্বার্থকে রক্ষা করতে পারেন । সেই মোক্ষম মানসিকতায় নিরপেক্ষতার নিরঙ্কুশ উদাহরণ তিনি সৃষ্টি করেছিলেন । তিনি গুণী ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন স্পীকার ছিলেন ।

তাঁকে এমন একটি পর্য্যায়ে স্পীকারের দায়িত্ব পালন করতে হয়, সেই কঠিন পরিস্থিতিতে অবাধ্য সংসদকে বশে আনতে হয়েছে । তিনি সংসদেও পুণর্গঠন আর শূন্যতা পূরনে মোক্ষম ভূমিকা পালন করেছিলেন ।

ফজলুল কাদের চৌধুরীর যোগ্য স্পীকারশীপে রের্কড সংখ্যক আইন গঠিত হয় । সেই সংসদে নির্বাচন বিধি প্রণয়নের মত গর্ব করার রের্কড ছিল,মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার গর্বিত রের্কড ছিল ।

সংসদেও স্পীকার হিসেবে তিনি এ' চেতনাটি উৎসারিত করতে সচেষ্ট ছিলেন, তা হলো " পারস্পারিক মতামতের জন্য আমরা কেউ কারো শত্রু নই ।"

এ' প্রসঙ্গে সংসদ ফজলুল কাদের চৌধুরীর একটি ভাষনের উদ্বৃতি প্রদান করা হলোঃ- "...ভদ্রমহোদয়-মহোদয়গণ, আমাদের পথ নির্দেশের জন্য নিজস্ব কোন নজীর না থাকায় রাট্রপতি পদ্ধতিতে স্পীকারের ভূমিকা সহজ নয় । এর পরও দায়িত্ব যতই জটিল হোক না কেন,আমরা যতদূর সাধ্য চেষ্টা করেছি এবং আমাদেও নিজস্ব উদাহরণ এবং রীতিনীতি প্রতিষ্ঠা করেছি । সংসদে বিধির প্রতি সদস্যবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষন করতে আমি আমার হাতুড়ীকে কখনো ব্যবহার করিনি, কখনো আমাকে আসন থেকে উঠতে হয় নি । আমি সম্মানীত সহকর্মীবৃন্দের পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছি । সরকারী দলের সহকর্মীবৃন্দ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছি । অন্যান্য স্পীকারদের কাজের চেয়ে আমার কাজ কিছুটা

জটিল ছিল । আমি পাকিস্তান সরকারের একাধিক মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলাম । একজন মন্ত্রীকে সংসদের স্পীকার হিসাবে খাপ খাওয়া ছিল কঠিন ব্যাপার । কিন্ত আমার বন্ধুদের সহযোগিতায় এবং সর্বোপরি সর্বশক্তিমান আল্লহ্‌র পথ নির্দেশে যতদিন আমি এই আসনে বসি আর যতদিন আসীন ছিলাম আমি নিজেকে এই সংসদের সকল রাজনীতি এবং জোয়ার-ভাটা (উত্থান-পতন)
থেকে নিজেকে উর্ধে রেখেছি । আমার একটি এ্ংটি আছে আমার কণ্ঠস্বর কিছুটা বিভ্রান্তিকর । ওটা আমার দোষ নয়, ওটা আমার গলার দোষ । কিন্ত যখন আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হতো আমি আশানুরুপভাবে কাজ করেছি । কোন সদস্যকে মন্দ বলা, আমার ক্ষমতাকে কোনদিন ব্যবহার করি নি, আমি একদা এটা করেছিলাম এবং তৎক্ষণাৎ সংশোধন করেছিলাম । " এ ভাষনের বিভিন্ন পর্য্যায়ে ফজলুল কাদের চৌধুরীর মানস-সন্দর্শনের একটি হৃদয় সংবেদী দিক ফোটে উঠেছে । তিনি আ্ম-সমালোচনাও করেছেন। রাজনৈতিক চৈতন্য নির্মাণে হৃদয়ের ভূমিকাকে তিনি প্রশ্রয় দিয়েছেন । তাঁর মননশীলতা বিস্ময়ের উদ্রেক করে । রাজনীতি কখনো দার্শনিকতা বিবর্জিত নয় । এখানেও আছে সময়ের স্বরূপ সন্ধান, কালান্তরের অভিজ্ঞান । তাঁর ভাষনে তিনি আরো উল্লেখ করেন, " এই সংসদ বা অন্যকোন স্থান শুধুমাত্র ক্ষমতা দিয়ে শাসিত হতে পারে না, যদি না পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার সহানুভূতি এবং আনুগত্যবোধ না থাকে । ... যখন কোন নতুন সদস্যের ভাল বক্তব্য শুনতাম, আমি আনন্দিত হতাম । এই সংসদে উন্নতমানের বিতর্ক শুনলে আমার ভাল লাগতো । আমি তাঁর সাথে উৎসাহিতবোধ করতাম। আমার পছন্দ- অপছন্দ আছে, কিন্ত বিশ্বাস করুন বিরোধীদলীয় নেতা ঠিকই বলেছেন যে আমি একজন কঠোর স্বভাবের মুানষ হওয়া স্বত্বেও সংসদে কার্য্যক্রম পরিচালনাকালে ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রতিফলন হতে দেইনি । তিক্ততা বিদ্বেষ নিরসনের জন্য আমি মাঝে মাঝে আলোচনাকালে রসিকতা করে হস্তক্ষেপ করতাম। এটা করে আমি রসিক হতে চাইনি, সুষ্ঠুভাবে সংসদে কাজ চালাতে চেয়েছিলাম । আমারও নিজস্ব রাজনৈতিক মতামত আছে, কিন্ত আমি সব সময় স্রষ্টার সেবা করছি বলে উপলব্ধি করতাম- তাই দায়িত্ব পালনকালে ব্যক্তিগত মতামতকে প্রশ্রয় দিতাম না। শ্রদ্ধেয় সংসদীয় নেতা, আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি । আমাদের মাঝে বন্ধুত্ব ছিল, আমাদের মাঝে মত পার্থক্য ছিল, কিন্ত এরপরও আমরা একে অপরের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে চেষ্টা করেছি ।" তিনি সংসদের সচিবালয়ের সঠিক কর্মায়ন সম্পর্কে মত প্রকাশ করেছেন, এবং সচিবালয় এর পরিচয় দিয়েছেন এই মর্মে যে, সচিবালয় সংসদের সকল সদস্যদের । বিশেষ কোন দলের নয় ।

ফজলুল কাদের চৌধুরী জাতীয় সংসদ ও স্পীকারের দায়িত্ব সম্পর্কে যে মতামত প্রকাশ করেছেন, তা'তে আমরা একজন রাষ্ট্র বিজ্ঞানীকে পাই । তাঁর প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা আমাদেরকে সহসা বিস্মিত করে তোলে । তাঁর বিদ্যাবত্তা ও চিন্তা চর্যার গভীরতা ছিল । স্পীকার হিসেবে সংসদে বিতর্কের মানও উন্নত থেকে উন্নততর করার প্রয়াসে তিনি যথেষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন । সংসদে স্পীকারের যথার্থ ভূমিকার মান নির্ণয় করেছেন । সংসদে স্পীকারের Commanding Tone এর যথার্থ প্রক্ষেপন সম্পর্কেও তাঁর সচেতনাতার পরিচয় আমরা পাই । সংসদের প্রতি স্পীকার হিসেবে তাঁর দৃকপাতের মৌলিক মাত্রা অনুসরণযোগ্য ।

তিনি তাঁর বক্তৃতায় অনেক ছোট খাট বিষয় নির্দেশ করে নেতা ও নেতৃত্বের স্মারকতা নিরুপন করেছেন । তিনি উল্লেখ করেছেন, " আমি দেখে আনন্দিত হতাম যে উত্তপ্ত বিতর্কের পরও আপনারা একে অপরের সাথে হাসিমূখে কথা বলতেন । সংসদদের প্রতি তাঁর আন্তরিক আহ্ববান স্মরণীয়," আমি নিঃসন্দেহ যে, আপনারা আমাকে ভুলবেন না । আমার আকৃতিকে আপনারা ভুলতে পারবেন না, আমার গলার স্বরকে ভুলতে পারবেন না । সবাইকে ধন্যবাদ ।" আমরাও তাঁকে ভুলতে পারব না ।

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের স্পীকার পদে দায়িত্ব নেবার আগে ফজলুল কাদের চৌধুরী যুগপৎভাবে শিক্ষা, তথ্য, খাদ্য ও কৃষি, ত্রাণ ও পূর্ত, স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত দিলেন । রাষ্ট্রপতির মন্ত্রী হিসেবে তাঁকে বিদেশে সফর করতে হয়, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ- ভ্রমন এবং কাস্মীর সমস্য ও ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্যাদি তুলে ধরা ছাড়াও তিনি ইউনেস্কো সম্মেলনে পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন । সরকারের বেশ কয়েকটি মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে ছিলেন বলে প্রশাসনের কার্য্যপদ্ধতির সব কিছু জানার তিনি সুযোগ পান ।

পাকিস্তান সৃষ্টি থেকে পাকিস্তান সরকারের কোন মন্ত্রী পাকিস্তানের সমস্যা তাঁর মতো সফলভাবে মোকাবিলা করতে পারেন নি ।

মৌলভী তমিজুদ্দিনের শোকাকুল মৃত্যুতে তিনি পাকিস্তান জাতীয় সংসদের ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহন করেন । সংসদের কার্যক্রম পরিচালনায় তিনি সকল সময়ে ছিলেন নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতহীন । তিনি

দক্ষতার সাথে বিরোধীদলগুলোর মধ্যে সমতা রক্ষা করেছেন । সংসদের বাকস্বাধীনতা রক্ষার প্রতিও তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল । তাঁর একটি স্মরণীয় মন্তব্য " জাতীয় সংসদে স্পীকার শুধু বর্তমান প্রজন্মের প্রতি দায়বদ্ধ নয়, ভাবী- বংশধরের প্রতিও তাঁর দায়িত্ব আছে । কারন- স্পীকার কর্তৃক সংসদের কার্য্যক্রম পরিচালনা ইঙ্গিত বহন করবে কি ভাবে দেশে গতানুতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করেছে ।"

প্রয়োজনবোধে অনেক সময় সংসদেও নিয়ম শৃংখলা রক্ষার্থে ও কার্য্যবিধি মেনে চলার জন্যে তাঁকে কঠিন পদক্ষেপ নিতে হয় এবং মাঝে মাঝে তাঁকে নির্বাহী সরকারের বিরুদ্ধে সংসদকে সমর্থন করতে হয় । এ' সকল কথা তাঁর বিদায়ী অভিভাষনে আমরা পাই । তাঁর এই অভিভাষনকে জাতীয় সংদের মাইলফলক হিসেবে অভিহিত করলে অত্যূক্তি হবে না ।

তিনি উল্লেখ করেছেন, " আমি একটি ব্যাপারে সন্তুষ্ট যে, যে দায়িত্ব আমাকে অর্পণ করা হয়েছে তা' শ্রম, বিবেক এবং বিশ্বস্ততার সাথে পালন করে দেশের সেবা করেছি ।"

রাজনীতি অর্থে দেশের সেবাকে চিহ্নিত করেছেন । তিনি স্মরণ করেছেন, " আমি স্পীকার নির্বাচিত হলে পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি মিঃ কর্ণেলিয়াস যে কথাটি মনে করিয়ে দেন তা আমার সব সবময় স্মরণ হয় । অভিনন্দন পত্রে তিনি আমাকে মনে করিয়ে দেন যে, পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতির ন্যায় জাতীয় সংসদের স্পীকারও ইতিহাসের সমক্ষে পরীক্ষার সম্মূখীন (অবতীর্ণ) । পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতির অভিনন্দন পত্রের এই গূরুত্বপূর্ণ মন্তব্যকে আমার বেশী মনে পড়ে ।"

জাতীয় সংসদ, স্পীকার সম্পর্কে তিনি যে সকল মন্তব্য করেছেন, সেগুলো কখনো সাময়িক নয়, বরং শ্বাশ্বত । কতকগুলো সুনির্দিষ্ট নামকে বাদ দিলেও তাঁর মতামতের ধারাবাহিকতা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনুসরনের যথেষ্ঠ যোগ্যতা রাখে । তাঁর আত্ম প্রত্যয়ী একটি উক্তি " আমার সারাজীবন আমি নিঃস্বার্থভাবে সর্বসামর্থ্য দিয়ে জনগণের সেবা করেছি। ..... পাকিস্তানের সংগ্রামে আমার ভূমিকায় বৃটিশরা আমাকে কারারুদ্ধ করে ।"

(লেখক একজন গবেষক ও কলামিষ্ট)